তারিখ ...26 DEC 2002...

দৈনিক ইনকিলাব

নারীর উচ্চ শিক্ষা ও আমাদের আলেম সম্প্রদায়

হাফিজুর রহমান সিকদার

নারী মুক্তি আন্দোলন আজকাল তুঙ্গে। এখন নারীরা আগের চেয়ে শিক্ষিত, আরো শক্তিধর। আর এই শিক্ষিত হওয়ার কারণেই আজ তারা তাদের অগ্রাধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিভিন্ন কায়দার শ্লোগান নিয়ে চলেছে বিভিন্ন সুরে। 'নারী-পুরুষ সমান অধিকার' জোর গলায় তারা বলছে। তারা বলেছে, পুরুষ বাইরে থাকবে আর আমরা কেন ঘরে বসে থাকবো? পুরুষের জন্য তার শরীরের এক-চতুর্থাংশ ঢাকাই যথেষ্ট আর নারীরা কেন সমস্ত শরীর ঢাকবে? নারীরা কেন পৈতৃক সম্পত্তির অর্ধেক পাবে? তারা এ সকল অসম বিধানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছে। অবশ্য এ ধরনের আন্দোলন আমাদের মুসলিম নারীরাই করছে। আমি বলব, নারীদের জন্য এটা কোন শ্লোগান বা আন্দোলনের কারণ হতে পারে না বরং এটা পুরুষদের কাছে তাদের জবাবদিহিমূলক দাবীরই শামিল। এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বিশ্বব্যাপী মানসিক উৎকর্ষ সাধনের জোয়ার বয়ে যাবার প্রতিবেশে তাদের এহেন অযাচিত দাবী কেন উঠছে? পুরুষকেই এর কড়ায়-গণ্ডায় জবাব দিতে হবে। এক সমীক্ষায় দেখা যায়, দেশে বর্তমানে ত্রিশ লাখ টাইটেল পাস, পঞ্চাশ লাখ ফাজিল পাস এবং সত্তর লাখ দাখিল পাস আলেম রয়েছেন। তথাকথিত প্রগতির শেষ ধাপে অবস্থান করা নারীদের মত আমাদের সমাজের মুসলিম নারীরাও এদেশে মানবকুলের অমোঘ বিধান পবিত্র কোরআন পরিমার্জন তথা সংশোধনের দাবী তোলার দুঃসাহস দেখাতে পারে। আর সরকারও তাদের ঘৃণ্য স্বার্থকে বজায় রাখার তাগিদে কথিত খোদাদ্রোহীদের কথায় কর্ণপাত না করে প্রকারান্তরে তাদের মদদ যোগায়– এমন নজীরও আছে। যার ফলে এদেশের লাখ লাখ আলেম ও ধর্মপ্রাণ মুসলমানের প্রাণ ব্যথায় ব্যথিত হয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক সত্য যে, আজ আমাদের দেশের সমানসংখ্যক নারী-পুরুষের মধ্যে কেবল লাখ লাখ পুরুষই আলেম খেতাব পাবার যোগ্যতা অর্জন করলেন, পক্ষান্তরে নারীরা আজ এ কোন শিক্ষায় শিক্ষিত হল যে, তাদের অধঃপতনের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করা হল না। বিশ্ব মানবের মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-[redacted] এর প্রতিটি নর-নারীর ওপর এলেম শিক্ষা করা ফরজ– এ পরিচিত হাদীসটিতে শিক্ষার ব্যাপারে নারী ও পুরুষের মাঝে পার্থক্য বা ভিন্নার্থের ফাঁক-ফোকড় রাখা হয়নি। তাহলে আজ কেন পুরুষের মাঝে পার্থক্য বা ভিন্নার্থের ফাঁক-ফোকড় খুঁজে বেড়ানো হয়? তাহলে আজ কেন নারী পুরষের পাশাপাশি দেশবরেণ্য এলেম শিক্ষিতা হতে পারলো না। আমরা অনেকেই জানি, ঐতিহ্যবাহী দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শুধুমাত্র পুরুষদেরকেই সুশিক্ষায় শিক্ষিতের ছাড়পত্র দেয়া হচ্ছে, পুরুষরাই সেখানে একতরফাভাবে আধিপত্য বিস্তার করে আসছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শুধু পুরুষ শিক্ষাই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রাসূলের ঐ 'প্রত্যেক নর-নারীর প্রতি ফরজ' হাদীসটির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোরই শামিল। আমি অভিযোগ তুলব না যে এসব বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে কেন নারীদের সুযোগ দেয়া হল না বরং আমি বলব– আল-আজহার, দেওবন্দ-এর মত পৃথক নারী শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় কেন আজও বিশ্বের বুকে আলো জ্বালালো না। সহশিক্ষা অবস্থায় পর্দার ব্যাঘাত ঘটতে পারে– এ সংশয়ে পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণই এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আজ যদি নারীদেরকে ইসলাম বিষয়ে, শরীয়তের বিধি-বিধান সম্পর্কে পড়াশুনার বিনিময়ে ডক্টরেট দেয়ার মাধ্যমে বা ব্যবস্থা রাখা হত তাহলে তারা অবশ্যই আজকের প্রগতিশীল বিশ্বের অধিকার (!) সচেতন নারীদের অযৌক্তিক চিন্তা-চেতনার অযথা আস্ফালনের দিকে না গিয়ে তাদেরকে পশ্চিমা বিশ্বের ভয়াল কালো থাবা থেকে নিষ্কৃতি পাবার পথ বাতলে দিতে সক্ষম হত। তাহলে এই বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দ তথা বরেণ্য আলেমগণই কি আজ নারীদেরকে কোণঠাসা করে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে দায়বদ্ধ করে রেখেছেন? বস্তুত পর্দার বিধান যে ইসলাম ঠিক এইভাবে চাপায়নি, আজ তারা তা বুঝেও অবুঝ। যার ফলে আজ নারী সমাজ দেশের ধর্মপ্রাণ ও আলেমদের মুখের ওপর কোরআন ছুঁড়ে মারতেও কুণ্ঠাবোধ করছে নয়। এটা ইসলামের জন্য বড়ই অবমাননাকর বিষয়। এর কারণ একটাই যে, আলেম নেতৃবৃন্দ নারী জাতির সুপ্ত মেধাকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি– তাই তারা তাদের মেধাকে ঘুমিয়ে থাকতে না দিয়ে তাকে যে কোন কলা-কৌশলে জ্ঞান অর্জনের জন্য অপব্যবহার করছে। তারা ঘরের চতুর্গণ্ডির বাইরে এসে ভিন্ন পরিবেশে দ্বীন শিক্ষা গ্রহণ করার মত কোন প্রতিষ্ঠান বা সুযোগ না পেয়ে পাশ্চাত্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবার প্রয়াস পাচ্ছে। এখন আমরা আলেম সমাজ এর ফল ভোগ করবোই। টক জলপাই গাছ থেকে মিষ্টি আপেল আশা করা অরণ্যে রোদন মাত্র। বিশ্ব মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও দেশের ত্রিশ লাখ টাইটেল পাস আলেম, পীর- মাশায়েখ ও ধর্মপ্রাণ সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের প্রতি আমার উদাত্ত আহ্বান– আসুন আমাদের ধর্মের প্রাণপুরুষ ইহকাল ও পরকালের মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বৈষম্যহীন হাদীস (আদেশ-বিধান)টির প্রতি অবহেলা আর কৃপণতা প্রদর্শন না করে পুরুষ শিক্ষার গুরুত্বের পাশাপাশি নারীদেরকেও দ্বীনী এলেম শিক্ষার সমান ও সুযোগ দিয়ে দেশে দেশে মহিলা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিন। দেশের আনাচে-কানাচে, সব গ্রাম-গ্রামে মহিলা মাদ্রাসাও গড়ে তুলতে হবে। আর আগামী প্রজন্মকে একটি বৈষম্যহীন আশার আলোর দিগন্ত উপহার দিতে হবে। কেননা ইসলামের সঠিক জ্ঞানই একটি জাতিকে দিতে পারে সঠিক পথের সন্ধান।

ইকরা একাডেমী, হাউজিং কদমতলা, কুষ্টিয়া।